গীতিকাব্য

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতিকাব্য প্রবন্ধে গীতিকাব্যের যে স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন এবং গীতি কাব্যের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আলোচনা কর,

→ কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' (প্রথম খন্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৭৮) 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে ও সমকালে প্রকাশ পেয়েছিল, এই বঙ্গ দর্শন পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী' গ্রন্থটির সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেন 'অবকাশ রঞ্জিনী' শিরোনামে, সমালোচনাটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অবশ্য পরে যখন এই প্রবন্ধটি 'বিবিধ সমালোচনার' গ্রন্থে (১৮৭৬) সংকলিত হয় তখন প্রাবন্ধিক প্রবন্ধটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'গীতিকাব্য,' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক কাব্যের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গীতিকাব্য বিষয়ে প্রবেশ করেছেন এবং গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন দেশ বিদেশের সাহিত্যের সূত্র তথা Referance,

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অনেক গ্রন্থকে কাব্য নামে অভিহিত করা না হলেও পাঠকের বিবেচনায় সেগুলি কাব্য, যেমন - রামায়ণ বা মহাভারত ইতিহাস বলে খ্যাত হলেও তা আসলে কাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলে খ্যাত হলেও তারও অংশ বিশেষ কাব্য, এমনকি স্কটের উপন্যাসগুলিও কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট কাব্য, আসলে ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা কাব্যকে নানান শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কাব্যের তিনটি বিভাগকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে এই তিনটি বিভাগ হল —

প্রথম. দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি,
দ্বিতীয়. আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য,
তৃতীয়, খন্ডকাব্য,

(প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সমস্ত নাটকের দৃশ্যকাব্য রূপে গণ্য করা হয়। তবে এর বিরুদ্ধে কোনো উদাহরণ তিনি প্রদান করেননি।) (আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, কালিদাসের 'রঘুবংশ,' বাল্মীকির 'রামায়ণ,' মাঘের 'শিশুপাল বধ,' সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বাণভট্টের 'কাদম্বরী' এবং আধুনিক উপন্যাস।) গীতিকাব্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য —

"যে কোনো কাব্য যা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নয় তাই খণ্ডকাব্য।"

কাব্যের এরূপ শ্রেণীবিভাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"এই তিনটি কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে, কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে।"

প্রাবন্ধিক এর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, দৃশ্যকাব্য সাধারণত কথোপকথনে রচিত, এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু যা এই কথোপকথনে রচিত এবং অভিনয় উপযোগী তাই নাটক নয়। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষায় লেখা বেশ কিছু কাব্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যেগুলি কথোপকথনে রচিত কিন্তু আসলে নাটক নয়। যেমন- মিল্টনের 'কোমাস' (Comus), বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' (Manfred), গ্যেটের 'ফাউস্ট' (Faust) ইত্যাদি। অনেক সমালোচক আবার কালিদাসের 'শকুন্তলা' এবং 'ভবভূতির' 'উত্তর রামচরিত'-কেও নাটক বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে, ইংরেজি ও গ্রিক ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় নাটক নেই। এসব বিবেচনা করে প্রাবন্ধিক স্যর স্কট এর 'ব্রাইড অফ ল্যামারমুর'-কেও নাটক বলেছেন। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য —

"ইহা বলিতে হইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটক আকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীত পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে।"

প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্য থেকে আমরা ধারণা করতে পারি আখ্যান কাব্য নাটক বা গীতিকাব্য উভয় রূপেই প্রকাশ পেতে পারে। আর এ রকম হলে বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের অভাব নেই।

মনোভাবের মতো একটি রূপ হল গীতিকাব্য, প্রাবন্ধিকের মতে, গীত মানুষের স্বভাব জাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হতে পারে, কিন্তু কন্ঠ ভঙ্গিতে তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়। গীতের পারিপাট্যের জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক — স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। লেখকের মতে, এই দুই ক্ষমতা একই জনের মধ্যে সচরাচর ঘটে না। অর্থাৎ যিনি সুকবি, তিনি সুগায়ক, এটা অতি বিরল। কিভাবে গীতিকাব্য রচিত হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, —

"...... একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এই রূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দ মিলাইয়া রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্ত ব্যঞ্জক তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।"

গীতিকাব্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম চন্দ্রের তাই সিদ্ধান্ত,—

"অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, [illegible] সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই, প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কি বেশ কিছু উদাহরণও দিয়েছেন, তাঁর প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা,

ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা', হেমচন্দ্রের কবিতাবলি এবং নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের উদাহরণ।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতিকাব্যের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট গীতিকবিদের নামোল্লেখের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি সিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গীতিকাব্যের মূল সূত্র যে আত্মলীন প্রবণতা— তা তিনি স্বীকার ও উল্লেখ করলেও আধুনিক নিরিখে কোনো বৈশিষ্ট্য সেভাবে আলোচনা করেননি এবং প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিদের পার্থক্য নিরুপন করেননি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য উপস্থাপনে এবং গীতিকাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন প্রবন্ধটিকে যথাযথ এবং সার্থক করে তুলেছে।